OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 321
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 316 - 321
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

চল্লিশের দুর্ভিক্ষ ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্বন্তর উপন্যাস : অসহায় মানব জীবনের কথা

উৎকলিকা সাহু
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বঙ্গবাসী ইভিনিং কলেজ
Email ID: utkalika.sahoo86@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Bengal Famine, Tarashankar Bandyopadhyay, Manvantar, subaltern voiceses, exploitation-colonial India, social critique.

Abstract
The Bengal Famine of 1943, one of the most devastating human tragedies of colonial India, left a deep scar on the collective psyche of Bengal. Tarashankar Bandyopadhyay's novel Manvantar (The Famine) stands as a powerful literary testimony to this catastrophe, capturing the agony, exploitation, and resilience of the subaltern masses. Through vivid portrayal of hunger, death, and social disintegration, the novel not only documents the famine's immediate impact but also critiques the exploitative structures of colonial rule, feudal oppression, and capitalist greed that worsened the crisis. By giving voice to the silenced and marginalized, Bandyopadhyay transforms the famine from a historical event into a human experience of suffering and survival. Thus, Manvantar becomes both a social document and a political critique, emphasizing the plight of the oppressed and questioning the moral failures of society during one of Bengal's darkest chapters.

Discussion

ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সাহিত্য। কারন সমাজ ও দেশ সম্পর্কে জানতে হলে সমসাময়িক সাহিত্য ইতিহাসের উপাদান রূপে দপর্ন হিসাবে কাজ করে। সুতরাং দেশভাগের জন্য তৈরী হওয়া সংকটগুলি এই সাহিত্যগুলির মধ্যে ছাপ ফেলে গেছে। তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সাহিত্যগুলিতে ফুটে উঠেছে। কারণ সাহিত্যিকরা সমাজ বর্হিভূত নয়। তাই সাহিত্যিক নিজের চোখে যা দেখবে বা অনুভব করবে তা তার লেখনীতে বহিঃপ্রকাশ করবে এটাই স্বাভাবিক। বাংলা কথাসাহিত্যেও এর অন্যথা হয়নি। বড়গল্প, ছোটগল্প, প্রবন্ধ গুলিতেও তাই দুর্ভিক্ষের কঠিন বাস্তবতার কথা বারবার লক্ষ্য করা গেছে। এই প্রসঙ্গে অশীন দাসগুপ্তর রচিত 'ইতিহাস ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন–

> "অনেক যশস্বী ঐতিহাসিক বলে গিয়েছিলেন যে মানুষের মন বুঝতে না পারলে ঘটনাকে ঠিকভাবে বোঝা যায় না। ইদানীংকার ইতিহাস চর্চায় সাময়িকতা ও মেজাজের বিশ্লেষণ একটি প্রধান চেষ্টা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 321
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> ইতিহাস যে বিজ্ঞান, এই মত সুবিদিত ও সমাদৃত। ইতিহাস যে সাহিত্য, এই উপেক্ষিত বক্তব্যও কিন্তু উপেক্ষনীয় নয়।"[১]

অর্থাৎ সময় ও সমাজকে জানতে গেলে সেই সময়কার সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে বই কি! দেশভাগ হয়েছিল সাতচ্চল্লিশে। কিন্তু গোটা চল্লিশের দশক জুড়েই অর্থাৎ প্রাক সাতচল্লিশের আগে থেকেই ভারত এবং অতি অবশ্যই বাংলায় ভয়াবহতা বিরাজ করছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, চালের অভাব, বস্ত্রের অভাব এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। এর সঙ্গে আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কষাঘাতে আক্রান্ত ছিল ভারত। সেই সময়কার অর্থনৈতিক অচলাবস্থা সাহিত্যিকদের মনন জগতেও তীব্র প্রভাব ফেলেছিল। এই নিয়েই কালজয়ী সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'মন্বন্তর' রচিত। বাংলায় তখন খাদ্যসংকট, কালোবাজারি ছেয়ে গেছে। সেই শোষিত ও বঞ্চিত মানুষদের নিয়েই এই আখ্যান রচিত।

'মন্বন্তর' উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। নাগরিক সভ্যতার বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে এই উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। হয়ত উপন্যাসের নামকরনটি শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষকেই নির্দেশ করে, কিন্তু তা নয়। দুর্ভিক্ষ এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু নয়। কলকাতার নগর সভ্যতাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি বিস্তৃত হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেই সরাসরি দয়ী করেছেন ঔপন্যাসিক। সে এক ভয়াবহ বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নাটকীয়ভাবে বাংলায় চালের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের অভাবে গ্রাম থেকে হতভাগ্য দরিদ্র পরিবার গুলি কলকাতায় চলে আসে। কলকাতায় এসে এই অসহায় মানুষগুলো বাঁচার তাগিদে দুর্বিষহ জীবনের সাক্ষী হয়েছিল। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> "ইহাতে লেখক বোমাবর্ষণে ভয়ে আতঙ্ক বিমূঢ় কলিকাতার স্বল্পকালস্থায়ী বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের মধ্যে চিরন্তন রূপে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাছাড়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, কঙ্কালসার নরনারীর কলিকাতায় অভিযান খাদ্য নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির করুন দুর্দশা, মহাত্মা গান্ধীর একবিংশতি দিবসব্যাপী অনশন উপলক্ষে সমস্ত দেশের অসহ্য উদ্বেগ ও রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা ইত্যাদি যে সমস্ত সমস্যা জনসাধারনের চিত্তকে তদানীন্তন কালে আলোড়িত করিয়াছেন। সেই গুলি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।"[২]

ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর ক্ষোভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্বের পরিনতির প্রতি দেখতে পাওয়া যায়।

আলোচ্য উপন্যাসে নিলা, কানাই, বিজয়, গীতা ও অন্যান্য কয়েকটি চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে চিনি ও কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার জাভা থেকে চিনি আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ ব্রহ্মদেশে তখন জাপানীদের আধিপত্য বিস্তার হয়েছিল। চিনি ,ময়দা, কেরোসিনের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বস্ত্রের বাজার তখন আগুন। ধুতির দাম ছয় টাকা, শাড়ীর দাম সাত টাকার মত। সেই সময় মেদিনীপুরও সাইক্লোনে আক্রান্ত। দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি ও সাইক্লোনে ক্ষয়-ক্ষতির জন্য মেদিনীপুরের উন্মত্ত জনগন ক্ষোভে প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু সরকার থেকে তাদেরকে দমন করা হয়েছিল। গ্রাম থেকে মানুষ শহরে ভিড় করত একটু 'ফ্যান' এর আশায়। চাষের অবস্থাও ভাল ছিলনা, চালের দাম তখন আকাশ ছোঁয়া। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অনাহারে ক্লিষ্ট বর্ধমান থেকে কলকাতায় আগত এক যুবকের উপস্থাপনাও ঔপন্যাসিক করেছেন। জীবনের বেঁচে থাকার সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে গিয়েও ছেলেটি নিজেই গান বাঁধে -

"গাড়ী কত বড় কে জানে, গাড়ী উড়ছে আসমানে।
সর্বনেশে বোমা নাকি আছে প্যাটের (পেটের) মাঝখানে।
গাড়ীর চল্লিশ হাত ডানা,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 321
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ডাইবর আছে তিন জনা,
কলকব্জা কত আছে- যায় নাকো জানা।
আবার, ইঞ্জিন বাবু চালু করে 'দুরবী' (দূরবীন) লাগায় নয়নে
কলকাতার সব মোটা - গেবস্ত
বোমার ভয়ে পালাতে ব্যাস্ত,
গরীব লোকের মরণ হয়ে রে – নাইক অন্ন, নাইক রে অন্ন বস্ত্র।
তার উপর ঘর গিয়েছে পথেই মরণ 'নেকনে'
অদৃষ্টের লিখনে।
আবার জাপানীরা এসে, বলে মেরে দেবে পরাণে।"[৩]

উপন্যাসে এটাও দেখানো হয়েছে যে একদা ধনী উচ্চবিত্ত পরিবারগুলিও সময়ের নিয়মে অবক্ষয় হচ্ছে। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে সেই বিষয়টি দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার যুবকযুবতীরা কমিউনিজমের প্রতি অনেকাংশে আকৃষ্ট হতে থাকে। চল্লিশের দশকে কানাই ও নিলা সেই রকমই দুটি চরিত্র। কানাইকে ঘিরেই উপন্যাস আবর্তিত। এই প্রসঙ্গে তারাশংঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছিলেন –

> "এত বড়ো বিপর্যয়ের মধ্যে দেশের এই নিদারুণ অবস্থা নিয়ে সাহিত্য রচনা হয় না, এ কেমন কথা?"[৪]

যুদ্ধ হওয়ায় যে খাদ্য সংকট তৈরী হয়েছিল তাকে ব্যবহার করে কালোবাজারি শুরু হয়েছিল। মজুতদাররা গরীব মানুষদের সেই সুযোগে শোষণ করছিল। জাপান চট্টগ্রামে বোমাবর্ষন করছে এবং তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারও পাল্টা ব্রহ্মদেশে আক্রমন করছে এই খবরগুলি জনগন রোজ শুনতে পেতো। এই সব ঘৃণ্য অমানবিক ঘটনাগুলি ঔপন্যাসিককে ভাবিয়ে তুলেছে। তাই তিনি ঔপন্যাসের মধ্যে এক দেশপ্রেমিক সভাপতি মাধ্যমে বলেছেন –

> "আজ পৃথিবীর উপর মহা দুর্যোগ আসন্ন। সেই দুর্যোগ আজ বাংলার ওপরে ও ঘনীভূত হয়ে এসেছে। মানুষের জীবনই শুধু বিপন্ন নয় – যুগ যুগান্তর ধরে মানুষের সাধনার সকল ফল, সকল সম্পদও আজ বিপন্ন। আজ সাহিত্যিক এবং শিল্পীর কর্তব্য গুরুভার হয়ে মহান দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। মানুষকে প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতিকে আজ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তারা যাতে বহন করতে পারে, সেই শক্তি সঞ্চারিত করতে হবে সাহিত্য এবং নাট্যশিল্পের মধ্য দিয়ে।"[৫]

যুদ্ধের কারনেই যে মন্বন্তর হয়েছিল তা সরকার ও জনগন উভয়েই বুঝেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী অধিপতি ওয়ালেসও সর্তকবানী করেছিলেন যে, ১৯৪৪ সালের এই খাদ্যসংকট তাদের কাছে ভয়ানক কারন হয়ে উঠবে। ঐ বছর যা উৎপাদন হওয়ার কথা তাতে পরবর্তী বছরের চাহিদা মেটাতে সমর্থ হবে না।

> "সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই এই সার্বজনীন জগৎ জোড়া খাদ্যসংকটের প্রতিবিধান মূলক বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন আমাদিগের পক্ষে জীবন মরণ সমস্যা সমাধানের সমতুল। ন্যাৎসী অত্যাচারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইব।"[৬]

কঠোর খাদ্যসংকটের শিকার হতে হয়েছিল বাংলার মানুষকে। আলোচ্য উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায় কঙ্কালসার সন্তানকে কোলে নিয়ে মায়েরা শহরে এসে ভাত চেয়ে ভিক্ষা করছে। চারদিকে খাদ্যসংকট। ১৩৪৫ সালের 'প্রবাসী'তে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন বাংলার তিনভাগের দুই ভাগে মরা নদী বাংলার আশা ভরসার মৃত্যু এনে দিয়েছে। এই মৃত্যু অনিবার্য ছিল, এমনটা নয়।

> "প্রকৃতিকে পরাস্ত করা যায়, বিজ্ঞানের দ্বারা, বর্ষক্রমের ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনার দ্বারা। যেমন প্রকৃতিকে পরাস্ত হইতে হইতেছে মুসোলিনীর ইতালীতে।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 321
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলার আর্থিক শোচনীয়তা বিজ্ঞান ও মানুষের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। একদিকে যুদ্ধ এবং অন্যদিকে চাহিদা মেটাতে কালোবাজারী। আর মরছিল সাধারন মানুষ। অর্থনৈতিক সংকট দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল।

> "অন্ন সমস্যা উত্তরোত্তর গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। ... চাউলের মূল্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। এক বৎসর পূর্বেও যে চাউল প্রতি মন পাঁচ টাকায় মিলিত এখন তাহা ১৫ টাকায়ও মিলিতেছে না। অন্নের অভাবে দেশের নানাস্থান হইতে ধান লুঠ এবং চাউল লুটের খবর আসিতেছে। পেটের দায়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হইয়া পড়ে।"[৮]

১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের মহামারীতে স্বাভাবিকের থেকেও প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই মহামারীর জন্য চার্চিলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল। যুদ্ধ জয়ের পরে রক্ষনশীল সরকারের পতন হওয়ায় চার্চিল আর প্রধানমন্ত্রী হয়ে রইলেন না। চার্চিলের মতো 'লিবারেল' রাজনীতিকের সাফল্য নির্ভরশীল ছিল বহু অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী ও অমানবিক নীতির প্রয়োগ সাধন। শুধুমাত্র ইংল্যান্ডকে রক্ষা করার জন্য তিনি ভারতবর্ষ সহ অন্যান্য ব্রিটিশ ম্যানডেট গুলিকে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ফেলতে দিধ্বা করেননি।[৯] ১৯০৫ সালে বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ আইন বিধির একটি সংশোধিত সংস্করন প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের দায় ভারত সরকারের ওপরেই যে বর্তায় সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আধিকারিকদের। এই বিষয়গুলি হল -

> ক. এমন বিশ্বাসযোগ্য কোনও কারণ যদি থাকে যে, প্রাদেশিক অর্থভান্ডার দুর্ভিক্ষজনিত সংকট মোচনের পক্ষে যথেষ্ট নয় তাহলে রাজশক্তির কাছ থেকে কতটা সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে তার পরিমান।
> খ. জমির খাজনা আদায় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা, অথবা পুরোপুরি মুকব করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার পরিমাপ। এবং
> গ. সাম্রাজ্যের দপ্তরগুলি থেকে বেছে নিয়ে অথবা অন্য কোনও ভাবে প্রাদেশিক কর্মচারীর সংখ্যা যতটা বৃদ্ধির প্রয়োজন তার পরিমাণ।[১০]

কিন্তু চল্লিশের দশকের এতবড়ো মর্মান্তক দুর্ভিক্ষকে ঘোষনা করা হয়নি। ঐ আইনবিধিও প্রয়োগ করা হয়নি। আলোচ্য উপন্যাসে নীলা ও গীতার সাহচর্যে দুই অন্নাভাবে বঞ্চিত নারীর সুস্থতার উল্লেখ দেখতে পাওয়া গেছে। অন্নের অভাবে কিভাবে নারীর সম্মানকে লুন্ঠিত করার প্রয়াস চলে সেই বিষয়টিকেও ঔপন্যাসিক উপস্থিত করেছেন –

> "গীতা বললে - ভয় কি? কাঁদছ কেন? তুমি ভাল জায়গাতেই রয়েছ।
> মেয়েটির কান্না তাতে থামল না,কাঁদতে কাঁদতেই সে বলল - আমার চাল?
> - চাল? চাল তো তোমার ছিলনা।
> - ছিল না। চাল যে নিতে এসেছিলাম, চাল যে আর পাব না!
> - না পাও। তোমার জ্বর হয়েছে। চাল নিয়ে কি করবে?
> - ঘরে আমার বাচ্ছা আছে। তিনটি বাচ্ছা। তারা কি খাবে?
> - তাদের পাঠালেই তো পারতে। জ্বর নিয়ে কি আসে?
> - ছেলেরা ছোট। মেয়েটা সোমত্থ। কাকে পাঠাব?
> - মেয়েকে পাঠালেই পারতে।
> মেয়েটি ভৎর্সনার সুরে বলল - আপনারা বড়লোকের মেয়ে। গরীবের মেয়ের ললাট জান না।
> সোমত্থ মেয়ে- কিউয়ে দাঁড়ালে - ভদ্দর লোকেরা ইসারা করে; বদমাইস গুন্ডারা যা তা বলে।"[১১]

খাদ্যসংকট এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল যে মেয়েরা তাঁদের সম্মানহানীর ভয়কেও পাত্তা না দিলে দুমুঠো চালের জন্য বাইরে যেতে শুরু করেছিল। গ্রামের কৃষক ও সাধারন মানুষরা ভিক্ষুকে পরিনত হয়েছিল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 321
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "তারাশংকর 'মন্বন্তর' এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নগর কলকাতার সভ্য মানুষদের কলংকময় সমাজ-ব্যবস্থার যে নিপুণ চিত্র পাওয়া যায় তা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মানবিক অবক্ষয়ের দলিল হিসাবে টিকে থাকবে। প্রাত্যহিক এবং সমসাময়িক জীবনের ঘটনা নিয়ে মন্বন্তর উপন্যাস রচিত। 'মন্বন্তর' লেখার আগেই সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে মানুষের জীবনের বিচিত্র প্রকাশকে ধরা তারাশংকরের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।"[১২]

ব্যক্তিগতভাবে পশ্চাশের এই মন্বন্তর তাঁর জীবনকেও প্রভাহিত করেছিল। সেই সময় তিনি সপরিবারে কলকাতাতেই থাকতেন। তিনি আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে তখন জীবন অতিবাহিত করছিলেন। তাঁর নিজের কথা থেকেই জানা যায়–

> "...আনন্দবাজারে 'মন্বন্তর' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে সেদিন একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে নিন্দা, অন্যদিকে প্রশংসা বেশী এই কারণে বলব যে, বিষয়বস্তুতে আমি কমিউনিষ্ঠদের ভাল বলেছিল এ নিন্দা যাঁরা করেছেন এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন।"[১৩]

তিনি নিজের চোখের সামনে বাস্তব সমাজচিত্রকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কলকাতাতে তখন মানুষে ভিড় উপচে পড়ত।

> "On the 16th October, 1943, The Statesman published a note stating that over 100,000 destitutes had assembled in Calcutta of whom 60,000 were being fed daily at 220 free kitchens run in Calcutta by private organization who either get cooked food from government kitchens (over 16000 meals per day) or take supplies through the Relief control officer, Calcutta, at subsidy rates. About 30000 more, according of the same newspaper, were being maintained by other private Organization which did not receive any help from the Government in any way."[১৪]

বাংলা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ সবথেকে বেশী হয়েছিল। উড়িষ্যাতেও হয়েছিল কিন্তু বাংলার মত ভয়ানক পরিনতি হয়নি। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ চট্টগ্রাম, নোয়াখালীতেও বিস্তার লাভ করেছিল।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষ বা মহামারীসহ বিভিন্ন বিপর্যয়ের পটভূমিকে কেন্দ্র করে উপন্যাস বিধৃত হতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি দেশ কাল সমাজের বিভিন্ন দিকগুলি পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। ইতিহাস কখন বিচার করেনা কোন সাহিত্য কালজয়ী বা তার শিল্পকর্ম কতটা নিপুন! ইতিহাস বিচার করে সঠিক তথ্য ও উপাদান দিয়ে একটি সময়সীমাকে পর্যালোচনা করা। সেক্ষেত্রে সাহিত্য হল ইতিহাসের সবথেকে বড় উপাদান। চল্লিশের দশকে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তা বাস্তবিক ক্ষেত্রে যেভাবে প্রভাব ফেলেছিল তেমনি 'মন্বন্তর' উপন্যাসটির পটভূমিকেও প্রভাবিত করেছিল। শাসক শ্রেনীর শোষনের কথাগুলি তাই সাহিত্যে উঠে এসেছে এবং সাহিত্যিকও তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

Reference:

১. দাসগুপ্ত, অশীন, 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক', আনন্দ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩৫
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', খাতুন, আশরফী, 'বাংলা কথা-সাহিত্য : চল্লিশের সময় ও সমাজ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৫৪
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'মন্বন্তর', মিত্রালয়, কলকাতা, অগ্রহায়ন, ১৩৬৬, পৃ. ৩৮
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'আমার সাহিত্য জীবন', রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩৭৩, পৃ. ১৫৪, খাতুন, আসরতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 316 - 321
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, 'মন্বন্তর', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
৬. 'দুর্ভিক্ষ দুর্ম্মূল্যতা ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়', 'মাসিক বসুমতী', ১৩৫০, ২২শ বর্ষ, পৃ. ১৬৮
৭. মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল, 'আর্থিকপরিকল্পনা', 'প্রবাসী', ১৩৪৫, ৩৮শ ভাগ, প্রথম খন্ড, বৈশাখ, পৃ. ৫
৮. 'দেশের অন্ন সমস্যা', দেশ, ৬ই মার্চ, ১৯৪, পৃ. ১০৮
৯. সেন, বিনায়ক, 'সাহিত্য ও অর্থনীতি : বাংলার কয়েকটি দুর্ভিক্ষ', বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১৪২৬, ৩৭ খন্ড, পৃ. ২৩
১০. বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ আইনবিধি, ১৯০৫ এর সংশোধিত সংস্করন, পৃ. ১৮, মুখোপাধ্যায়, জনম, 'ক্ষুধার্ত বাংলা', গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ৩৩
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'মন্বন্তর', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
১২. ভট্টাচার্য, জগদীশ, 'তারাশঙ্কর রচনাবলী', ভূমিকা, ৫ম খন্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, চৈত্র, ১৩৯৯, পরিশিষ্ট- ৬
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, 'আমার সাহিত্য জীবন, একাডেমী, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ২৮০, শফিউল আলম, মোহাম্মদ, 'বাংলা উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর', পি.এইচ.ডি সন্দর্ভ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮, পৃ. ৭৬
১৪. Das, Tarakchandra, 'Bengal Famine (1943), University of Calcutta, p. 31

Bibliography:

দাসগুপ্ত, অশীন, 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক', আনন্দ, কলকাতা, ২০০১
খাতুন, আশরফী, "বাংলা কথা-সাহিত্য : চল্লিশের সময় ও সমাজ", বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪,
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'মন্বন্তর', মিত্রালয়, কলকাতা, অগ্রহায়ন, ১৩৬৬
'মাসিক বসুমতী' ১৩৫০,২২শ বর্ষ,
মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল, 'আর্থিক পরিকল্পনা', 'প্রবাসী', ১৩৪৫, ৩৮শ ভাগ, প্রথম খন্ড, বৈশাখ,
'দেশের অন্ন সমস্যা', দেশ, ৬ই মার্চ, ১৯৪
সেন, বিনায়ক, 'সাহিত্য ও অর্থনীতিঃ বাংলার কয়েকটি দুর্ভিক্ষ, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা', ১৪২৬, ৩৭ খন্ড,
মুখোপাধ্যায়, জনম, 'ক্ষুধার্ত বাংলা', গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০,
ভট্টাচার্য, জগদীশ, 'তারাশঙ্কর রচনাবলী' ভূমিকা, ৫ম খন্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, চৈত্র, ১৩৯৯
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, 'আমার সাহিত্য জীবন', একাডেমী, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৭, শফিউল আলম,
মোহাম্মদ, 'বাংলা উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর', পি.এইচ.ডি সন্দর্ভ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮
Das, Tarakchandra, 'Bengal Famine (1943), University of Calcutta.